

নিজেকে বিশ্বাস করতে শিখুন

মনে আছে সেই কুৎসিত হাঁস ছানার গল্প? শান্ত সবুজ এক ছোট গ্রাম। মাঠভরা ফসল, গোয়ালভরা গরু আর উঠোন ভরা হাঁস-মুরগি নিয়ে সচ্ছল গ্রামের প্রতিটি ঘর। এ গ্রামেরই এক গৃহস্থের বাড়িতে একবার এক মুরগি তা দিয়ে ফুটাল অনেকগুলো ছানা। কিন্তু একি! মুরগিছানাদের সঙ্গে ডিম ফুটে বেরনো ঐ কিছুতকিমাকার ছানাটি কেন? দেখতে হাঁসের মতো। কিন্তু কী কুশ্রী আর কদাকার! কী করে এলো এখানে? কেনই বা সে অন্যদের চেয়ে আলাদা? গৃহস্থ বাড়ির একচিলতে উঠানে জীবন শুরু হলো তার। কেউ তাকে ভালবাসে না। সুযোগ পেলেই ছোট ছেলেমেয়েরা খোঁচায়, মুরগিছানারা তাড়া করে, কাক ভয় দেখায়। খাবার তার আবর্জনা আর গৃহস্থের ফেলে দেয়া বুটাকাঁটা, তা-ও বাকিরা খেয়ে যাবার পর যা পাওয়া যায়। একমাত্র আপন তার মা- মা মুরগি। সব ঝড়ঝাপটার মধ্যেও এই মায়ের কাছেই খুঁজে পায় একটু আশ্রয়। এভাবেই চলছিল জীবন।



আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে সে। মাঝে মাঝে সে অনুভব করতো জোরে দৌড়াতে গিয়ে সে যেন খানিকটা ভেসেও যেতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে আর কোনো মাথা ঘামায় নি সে। একদিনের কথা। কোনো কারণে সব মুরগিছানারা মিলে তাড়া করল তাকে। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে এক হ্রদের ধারে গিয়ে থমকে গেল সে। এখন কী করবে সে? আর একটু এগোলেই যে হ্রদে পড়ে যাবে। কিন্তু সে তো কখনো পানিতে নামে নি। পেছানোরও কোনো উপায় নেই। এদিকে তার মা-মুরগিও পেছন পেছন ছুটে এসেছে। হঠাৎ দৃষ্টি গেল ঐ পাড়ের এক ঝাঁক হাঁসের দিকে। কি আশ্চর্য, হুবহু তার মতোই দেখতে! অবাধ বিশ্বাসে সে একবার তাকাচ্ছে ঐ হাঁসদের দিকে, একবার তার মায়ের দিকে আর একবার হ্রদের পানিতে তার প্রতিবিশ্বের দিকে। সে-তো তার মায়ের মতো নয়, নয় এতদিন যাদের সাথে কাটিয়েছে সেই মুরগিছানাদের মতো। বরং মেরুদেশ থেকে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসা ঐ পরিযায়ী পাখিদের একজন সে। শীর্ষত পরিবেশ থেকে বাঁচতে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উড়ে আসা এক মা-পাখির ডিম থেকে ঘটনাচক্রে তার জন্ম হয়েছিল ঐ গৃহস্থের বাড়িতে। কী অবলীলায় হাঁসগুলো উড়ছে,

জলে নামছে! সে-ও তো তাই পারে! বুঝল সে এই তাড়া খাওয়া, আবর্জনা খুঁটে খাওয়ার জীবন তার নয়, নীল আকাশের উচুতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেয়ার দৈহিক সামর্থ্য নিয়ে জন্মেছে সে।



প্রথমবারের মতো নিজেকে জানল সে। বুঝল গৃহস্থের উঠোনের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছেড়ে তাকে উড়াল দিতে হবে অনন্ত আকাশে। দুফোঁটা চোখের জল ফেলে মা-মুরগিও তাকে বিদায় জানালো। কারণ ক্ষুদ্র মমতার বন্ধন দিয়ে সে তার ছানার সম্ভাবনাকে গণ্ডিবদ্ধ করতে চায় নি। নভোনীলিমায় ডানা মেলে দিলো হাঁসছানা আত্ম-আবিষ্কার আর আত্ম পরিচয় সৃষ্টির নতুন অভিযাত্রায়। এ হাঁসছানার জীবনের সঙ্গে আপনিও হয়তো মিল খুঁজে পাবেন।

হাঁসছানার জীবনের সঙ্গে আপনিও কি নিজের মিল খুঁজে পাচ্ছেন? ছোটবেলায় হয়তো ভালো রেজাল্ট করতেন। কিন্তু একসময় খারাপ করার পর থেকে নিজেকে খারাপ ছাত্র-ছাত্রীদের দলেই মনে করতে লাগলেন আপনি। মা-বাবা শিক্ষক বা আত্মীয়-বন্ধুদের নেতিবাচক কথায় প্রভাবিত হয়ে হয়তো ভাবতে বসলেন, আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না, আমাকে দিয়ে আর ভালো কিছু হবে না। আমি তো জিনিয়াস নই। আর কখনো ভালো করতে পারব না। আর এরপর থেকে নিজেকে খারাপ ছাত্রছাত্রীদের দলের মনে করা হয়তো আপনার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অথচ এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

অথচ আপনিও ক্লাসে প্রথম হতে পারেন, পারেন গোল্ডেন এ+ পেতে, পৃথিবীর খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা নিতে। পেশাজীবনে যেকোনো আপাত উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছতে। যুক্তিসঙ্গত প্রতিটি চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে। কীভাবে, তা-ই বিবৃত হয়েছে এখানে।



প্রফেসর হার্বার্ট ওয়ালবার্গ

শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েস—এর শিক্ষাবিষয়ক প্রফেসর হার্বার্ট ওয়ালবার্গ—এর মতে, সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সবসময় টপ রেজাল্ট করতে পারে না। দেখা গেছে, বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় ভালো রেজাল্ট

করে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা। কারণ অতিরিক্ত মেধাবীদের মধ্যে ‘অল্প পড়ালেখা করলেই ভালো রেজাল্ট করতে পারি’ এমন মনোভাব কাজ করে। এই অতি আত্মবিশ্বাসের জন্যে তার মধ্যে কাজে লেগে থাকার গুণটি থাকে না। সে ক্লাসে পড়াশোনায় কখনো ১ম হলেও পরবর্তী জীবনে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে না।

আসলে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে, ক্লাসে প্রথম হওয়ার যোগ্যতা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু আমরা হতে পারি না। কারণ আমরা আমাদের ভেতরের শক্তিটাকে অনুভব করি না।

তাই যতক্ষণ না আপনি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছেন, প্রথম হওয়ার জন্যে প্রচণ্ড ইচ্ছা অনুভব করছেন, ভবিষ্যতের জন্যে আপনার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত খারাপ রেজাল্ট আপনার পিছু ছাড়বে না। আর এমনটি ভাবতে না পারার কারণ হচ্ছে দুর্দশার বৃত্ত। এবং এই বৃত্ত ভাঙার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই।

এসাইনমেন্টঃ

১। বিশ্বাস একটা মজার ব্যাপার। সফল মানুষ এবং ব্যর্থ মানুষ দুয়েরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু বিশ্বাসের প্যাটার্নটা একদম আলাদা। বিশ্বাস আসলে চিন্তার যোগাযোগ। রুমির পরীক্ষা আসলেই জ্বর, মাথাব্যথা, পেট ব্যথা নানারকম অসুস্থতা তৈরি হয়। তাই পরীক্ষা এলেই রুমির মা বলেন, পরীক্ষা এলেই দেখেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়। এরপর থেকে রুমি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে পরীক্ষার সময় সে অসুস্থ হবেই।

প্রশ্নঃ একজন মানুষের চারপাশের নেতিবাচকতা তাকে সামনে এগোতে বাধা দেয়। এই নেতিবাচকতাকে জয় করার জন্য একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তোমার করণীয়গুলো পয়েন্ট আকারে ব্যাখ্যা কর।

২। অতিরিক্ত মেধাবীদের মধ্যে ‘অল্প পড়ালেখা করলেই ভালো রেজাল্ট করতে পারি’ এমন মনোভাব কাজ করে। এই অতি আত্মবিশ্বাসের জন্যে তার মধ্যে কাজে লেগে থাকার গুণটি থাকে না। সে ক্লাসে পড়াশোনায় কখনো ১ম হলেও পরবর্তী জীবনে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে না। তাই বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় ভালো রেজাল্ট করে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা।

প্রশ্নঃ সব কাজের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যেও লেগে থাকা জরুরি। জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে লেগে থাকার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। প্রতিটি চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি। আর এজন্যে প্রয়োজন নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের গুণ সম্পর্কে জানা, নিজের মেধার বিকাশ করা এবং সঠিক জীবনদৃষ্টি।

প্রশ্নঃ তোমার সফলতা অর্জনের জন্যে তুমি নিজের ওপর কীভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

*** এসাইনমেন্ট আগামী ১৪-১০-২০২০ বুধবারের মধ্যে samia.cosmo20@gmail.com ঠিকানায় মেইল করবে***যারা পূর্বের এসাইনমেন্ট জমা দাও নি, একসাথে জমা দিবে***

কোর্স শিক্ষক

সামিয়া ফেরদৌস